

সূরা ৭১ : নূহ, মাকী

(আয়াত ২৮, রুকু ২)

৭১ - سورة نوح، مكية

(آياتها : ٢٨، رُكُوعُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আব্রাহার নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে।	١. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَن أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
২। সে বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী -	٢. قَالَ يَتَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
৩। এ বিষয়ে যে, তোমরা আব্রাহার ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	٣. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا
৪। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; নিশ্চয়ই আব্রাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না; যদি তোমরা এটা জানতে।	٤. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি নূহকে (আঃ) স্বীয় রাসূল রূপে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, শাস্তি আসার পূর্বেই তিনি যেন তাঁর কাওমকে এই বলে সতর্ক করেন যে, যদি তারা তাওবাহ করে ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের উপর হতে আযাব উঠিয়ে নিবেন। নূহ (আঃ) তখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন। তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন : জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলছি যে, তোমাদের অবশ্য করণীয় কাজ হল আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁকে ভয় করে চলা এবং আমার আনুগত্য করা। আর যে কাজ তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন সে কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। পাপের কাজ হতে তোমরা দূরে থাকবে। যে কাজ আমি তোমাদেরকে করতে বলব তা করবে এবং যে কাজ হতে আমি বিরত থাকতে বলব তা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। আর তোমরা আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিবে। এসব কাজ যদি তোমরা কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

যদি তোমরা এ তিনটি কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের এসব বড় পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের যেসব পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন ঐ ধ্বংসাত্মক শাস্তি তিনি সরিয়ে দিবেন। আর তিনি তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য, সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে প্রকৃতগতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে : ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক মিলিতকরণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে।’ (ইবন শিহাব ১/৯৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

تَوَمَرَا بَال كَآء كَر ۝ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই। কেননা আযাব এসে পড়লে কেহ তা সরাতে পারবেনা এবং স্থগিত রাখতেও পারবেনা। ঐ মহান এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবকিছুকেই অধীনস্থ করে রেখেছে। তাঁর ইয্যাত ও মর্যাদার সামনে সমস্ত সৃষ্টজীব অতি তুচ্ছ ও নগণ্য।

৫। সে বলেছিল : হে আমার রাব্ব! আমিতো আমার

۝. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي

সম্প্রদায়কে আহ্বান করছি।	لَيْلًا وَنَهَارًا
৬। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করছে।	ۖ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا
৭। আমি যখন তাদের আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আংগুল দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।	ۗ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِيْٓ أَذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا
৮। অতঃপর আমি তাদের আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে।	ۘ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا
৯। পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।	ۙ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا
১০। বলেছি : তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনিতো মহা ক্ষমাশীল।	ۚ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
১১। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন।	ۛ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

<p>১২। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।</p>	<p>۱۲. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا</p>
<p>১৩। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা?</p>	<p>۱۳. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا</p>
<p>১৪। অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।</p>	<p>۱۴. وَقَدْ خَلَقْكُمْ أَطْوَارًا</p>
<p>১৫। তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে?</p>	<p>۱۵. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا</p>
<p>১৬। এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে;</p>	<p>۱۶. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا</p>
<p>১৭। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে।</p>	<p>۱۷. وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا</p>
<p>১৮। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।</p>	<p>۱۸. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا</p>

<p>১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত -</p>	<p>১৭. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا</p>
<p>২০। যাতে তোমরা চলাফিরা করতে পার প্রশস্ত পথে।</p>	<p>২০. لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا</p>

নূহের (আঃ) কাওম ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর কাছে অভিযোগ

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে নূহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেন, তাঁর সম্প্রদায় কিভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় এবং কিভাবে নিজেদের জিদের উপর আঁকড়ে থাকে! নূহ (আঃ) অভিযোগের সূরে মহামহিমাম্বিত আল্লাহর দরবারে আরম্ভ করেন : হে আমার রাক্ব! আমি আপনার আদেশকে যথাযথ পালন করে চলেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন-রাত্রি আপনার পথে আহ্বান করছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যতই আমি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করছি, ততই তারা আমার নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয় যাতে আমার কথা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। আর তারা আমা হতে বিমুখ হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করেন :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُمْ لَكَ كَرِّمُونَ

কাফিরেরা বলে : তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ২৬) নূহের (আঃ) কাওম তাদের কানে অঙ্গুলীও দেয় এবং সাথে সাথে বস্ত্র দ্বারা নিজেদের চেহারা আবৃত করে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তারা কিছু যেন শুনতেও না পায়। তারা হঠকারিতা করে কুফরী ও শিরকের উপর কায়ম থাকে

এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি, বরং তা হতে বেপরোয়া হয়ে অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বিমুখ হয়ে যায়।

নূহ (আঃ) বলেন : **ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ**

হে আমার রাব্ব! আমি আমার সম্প্রদায়কে সাধারণ মাজলিসে এবং প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক এক করে পৃথক পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি। মোট কথা, তাদেরকে হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্য আমি কোন কৌশলই বাদ রাখিনি এই আশায় যে, হয়তবা তারা সত্যের পথে আসবে।

নূহ (আঃ) দাওয়াত দিতে গিয়ে কি বলতেন

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا তাদেরকে আমি বলেছি : কমপক্ষে

তোমরা পাপ কাজ হতে তাওবাহ কর, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি তাওবাহকারীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, বরং দুনিয়ায়ও তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদ-নদী।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বৃষ্টি বর্ষণের উদ্দেশ্যে মুসলিমরা যখনই ইসতিসকার সালাতের জন্য বের হবে তখন ঐ সালাতে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্তাহাব। এর একটি দলীল হল এই আয়াতটিই। দ্বিতীয় দলীল হল এই যে, আমীরুল মুমিনীন উমার ইব্ন খাতাবের (রাঃ) আমলও এটাই ছিল। তিনি একবার বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর তিনি মিসরে আরোহণ করেন এবং খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইস্তিগফারের আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেন। ওগুলির মধ্যে **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ**

এই আয়াতগুলিও ছিল। অতঃপর তিনি বলেন : ‘আকাশে বৃষ্টির যতগুলি পথ আছে সবগুলি হতে আমি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি।’

নূহ (আঃ) আরও বলেন : **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ**

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا হে আমার কাওমের লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর নিকট তাওবাহ কর ও তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তিনি অধিক পরিমাণে জীবিকা দান করবেন, আকাশের বারাকাত হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। আর তোমাদের জম্বুগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করে দেয়া হবে এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। তোমাদের জন্য স্থাপন করা হবে উদ্যান, যার বৃক্ষগুলো হবে ফলে ভরপুর। আর তিনি প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নদ-নদী।

এই ভোগ্য-বস্তুর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর নূহ (আঃ) তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন : لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছনা? তাঁর আযাব হতে তোমরা নিশ্চিত থাকছ কেন? وَقَدْ خَلَقَكُمْ

أَطْوَارًا তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য করছনা? প্রথমে শুক্র, তারপর জমাট রক্ত, এরপর গোশাতের টুকরা, এরপর অস্থি-পঞ্জর, তারপর অন্য আকার এবং অন্য অবস্থা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলির আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলি এখানে বর্ণনা করতে চাইনা, এবং এগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি একটির উপর আরেকটি, এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দু'টির ঔজ্জ্বল্য ও কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট মানঘিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন এক সময় আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক

সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
হতে। এখানে نَبَاتًا এনে বাক্যটিকে খুবই সুন্দর করে দেয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তা'আলা বলেন : অতঃপর ওতেই তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন। এরপর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা হতেই বের করবেন যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا : আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। এটা যেন হেলে-দুলে না পড়ে এ জন্য এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন। এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফিরা করছ। এদিক হতে ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছ।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য নূহের (আঃ) এটাই যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর ক্ষমতার নমুনা তাঁর কাওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ কথাই বুঝাতে চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাত দানকারী, সমস্ত জিনিস সৃষ্টিকারী, ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, আহাৰ্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি তাদের উপর এটুকু হক নেই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে? সুতরাং তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা, তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করা, তাঁর সমকক্ষ কেহকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তাঁর স্ত্রী নেই,

সন্তান-সন্ততি নেই, পীর-মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই; বরং তিনি সুউচ্চ ও মহান।

<p>২১। নূহ বলেছিল : হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।</p>	<p>২১. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا</p>
<p>২২। তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল।</p>	<p>২২. وَمَكْرُؤًا مَّكَرًا كُبَّرًا</p>
<p>২৩। এবং বলেছিল : তোমরা কখনও পরিত্যাগ করনা তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করনা ওয়াদ, সুওয়া, আশুহ, আউক ও নাসরকে।</p>	<p>২৩. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا</p>
<p>২৪। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা।</p>	<p>২৪. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا</p>

নূহের (আঃ) কাওমের বিরুদ্ধে তাঁর প্রভুর কাছে নালিশ

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর অতীতের অভিযোগের সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলার সামনে স্বীয় সম্প্রদায়ের আরেকটি আচরণের কথাও তুলে ধরে বলেছিলেন : আমার আহ্বান যেন তাদের কানেও না পৌঁছে এ জন্য তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়েছিল, অথচ এটা ছিল তাদের জন্য খুবই উপকারী। তারা আমার অনুসরণ না করে অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি

করেনি। কেননা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যা সাধারণতঃ শাস্তির দিকে ধাবিত করে, তাদের গর্বে গর্বিত হয়ে তারা আল্লাহকেও ভুলে গিয়েছিল এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল।

কাফিরদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ছিল তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَكْرُؤًا كُبَرًا তারা (কাফিরেরা) তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে ভীষণ প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদেরকে এই ধারণা দিয়েছিল যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা বলবে :

بَلْ مَكْرُؤٌ لَّيْلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৩) তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলেছে : তোমরা তোমাদের যে দেব-দেবীগুলোর পূজা করছ ওগুলোকে কখনও পরিত্যাগ করনা।

নূহের (আঃ) সময়ে মূর্তিগুলোর বর্ণনা

وَمَكْرُؤًا كُبَرًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

এর পূর্বে বর্ণিত আয়াত থেকে জানা গিয়েছিল যে, নূহের (আঃ) সম্প্রদায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করত। সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নূহের (আঃ) যুগের মূর্তিগুলোকে আরাবের কাফিরেরা গ্রহণ করে। ‘দাওমাতুল জানদাল’ এলাকায় কালব গোত্র ‘ওয়াদ’ মূর্তির পূজা করত। হুযায়েল গোত্র পূজা করত ‘সূওয়া’ নামক মূর্তির। মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অধিবাসী বানু গাতীফ গোত্র ‘ইয়াগুস’ নামক মূর্তির উপাসনা করত। হামাদান গোত্র ‘ইয়াউক’ নামক মূর্তির পূজারী ছিল এবং হিমায়ের এলাকার ‘যু কালা’ গোত্র ‘নাসর’ নামক মূর্তির পূজা করত। প্রকৃতপক্ষে এগুলি নূহের (আঃ) কাওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর শাইতান ঐ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুলল যে, ঐ সৎ লোকদের নামে উপাসনালয়ে তাঁদের স্মারক হিসাবে কোন নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা সেখানে কয়েকটি নিশান স্থাপন করে ও প্রত্যেকের নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে।

তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ সৎলোকদের পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইল্ম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ ঐ জায়গাগুলোর ও ঐ নামগুলোর নিদর্শনসমূহের পূজা শুরু করে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৫) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন ইসহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নূহের (আঃ) আমলে এভাবেই বিভিন্ন লোকের নামের মূর্তি পূজা করা হচ্ছিল। (তাবারী ২৩/৬৪০) মুহাম্মাদ ইব্ন কায়েস (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলি ছিলেন আল্লাহর ইবাদাতকারী, দীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ। তাঁরা আদম (আঃ) থেকে নূহের (আঃ) আমল পর্যন্ত ছিলেন সত্য অনুসারী, যাঁদের অনুসরণ অন্য লোকেরাও করত। যখন তাঁরা মারা গেলেন তখন তাঁদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করল : ‘যদি আমরা এদের প্রতিমূর্তি (মুরাল) তৈরী করে নিই তাহলে ইবাদাতে আমাদের ভালভাবে মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।’ সুতরাং তারা তাই করল। অতঃপর যখন এ লোকগুলিও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটল তখন ইবলিস শাইতান তাদের কাছে এসে বলল : ‘তোমাদের পূর্বপুরুষরাতো ঐ বুয়ুর্গ ব্যক্তির মূর্তি পূজা করত এবং তাদের কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করত। সুতরাং তোমরাও তাই কর!’ তারা তখন নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিল।

নূহের (আঃ) কাওমের কাফিরদের বিরুদ্ধে নালিশ

এবং মু'মিনদের জন্য দু'আ

বলা হয়েছে, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا তারা মূর্তি পূজার ফলে বহু লোক সত্য দীন হতে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। ঐ সময় হতে আজ পর্যন্ত আরাব ও অনারাবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলেছিলেন :

وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا الصَّنَامَ. رَبِّ إِنِّي أَضَلَّلْتُ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন, হে আমার রাক্ব। এই সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৫-৩৬)

এরপর নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমের উপর বদ দু'আ করেন। কেননা তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা, কুফরী এবং একগুয়েমী চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় বলেন : **وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضِلَالًا** : হে আমার রাব্ব! আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেননা। যেমন মূসা (আঃ) ফির'আউন ও তার লোকদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেন :

**رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ**

হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্ত রসমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৮)

অতঃপর নূহের (আঃ) প্রার্থনা কবুল হয়ে যায় এবং তাঁর কাওমকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় আগুনে। অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন :

২৫। তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী।	<p>২৫. مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا</p>
২৬। নূহ আরও বলেছিল : হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা।	<p>২৬. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا</p>
২৭। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার	<p>২৭. إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا</p>

<p>বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।</p>	<p>عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفْرًا</p>
<p>২৮। হে আমার রাক্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।</p>	<p>٢٨. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا</p>

خَطِيئَتِهِمْ এর অন্য কিরআত خطاياهم ও রয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : পাপের আধিক্যের কারণে নূহের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর এই আযাব হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেহ এগিয়ে আসেনি এবং তারা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও পায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) ঐ উক্তি উদ্ধৃত করেন যে উক্তি তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি করেছিলেন :

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ

আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। (সূরা হূদ, ১১ : ৪৩)

নূহ (আঃ) স্থায়ী ব্যাপক ক্ষমতাবান ও মহামহিমাম্বিত আল্লাহর দরবারে ঐ হতভাগ্যদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন :

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا হে আমার রাক্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেননা। হল তাই, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এমনকি নূহের (আঃ) নিজের পুত্র, যে তাঁর থেকে পৃথক ছিল, সেও রক্ষা পায়নি।

নূহ (আঃ) তাঁর ঐ পুত্রকে অনেক কিছু বলে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। সে মনে করেছিল যে, পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, সে কোন এক উঁচু পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু ওটা ছিল আল্লাহর আযাব ও গযব এবং নূহের (আঃ) বদ দু'আর ফল। কাজেই তা হতে রক্ষা করতে পারবে কে? শুধু ঐ ঈমানদার লোকদেরকে রক্ষা করা হয় যাঁরা নূহের (আঃ) সাথে তাঁর নৌকায় ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে নূহ (আঃ) যাঁদেরকে তাঁর নৌকায় উঠিয়েছিলেন।

নূহ (আঃ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কাওমের লোকেরা তাঁর উপর ঈমান আনবেনা, তাই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলেন : **إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ** হে আমার রাব্ব! আমার চাহিদা এই যে, সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। যদি আপনি তাদের মধ্য হতে কেহকেও অব্যাহতি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। তাদের পরবর্তী বংশধরেরা তাদের মতই বদকার ও কাফির হবে। সাথে সাথে তিনি নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন : **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا** হে আমার রাব্ব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে।

যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন, 'গৃহ' দ্বারা এখানে মাসজিদকে বুঝানো হয়েছে। তবে সাধারণ অর্থ গৃহই বটে।

মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : 'তুমি মু'মিন ছাড়া কারও সঙ্গী হয়োনা এবং আল্লাহভীরু ছাড়া কেহ যেন তোমার খাদ্য না খায়।'

এরপর নূহ (আঃ) তাঁর দু'আকে সাধারণ করেন এবং বলেন : হে আল্লাহ! সমস্ত ঈমানদার নারী-পুরুষকেও আপনি ক্ষমা করে দিন, জীবিতই হোক বা মৃতই হোক। এ জন্যই মুস্তাহাব এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ তার দু'আয় অন্য মু'মিনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। তাহলে নূহের (আঃ) অনুসরণও করা হবে এবং সাথে সাথে এ সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসগুলির উপর আমলও করা হবে।

এরপর দু'আর শেষে নূহ (আঃ) বলেন : হে আমার রাব্ব! আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন!